প্রকাশক—শ্রীননীগোপাল দে
ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী
২১৬ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ
বৈশাখ
১৩৫০

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালী প্রেস
১২৩/১, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

সদানন্দ-মহাপুরুষ—

৺দীনবন্ধু সিদ্ধান্তরত্নের

পুণ্যস্মৃতি

মঞ্চের উপর একটি রথ ও একটি পথের দৃশ্য সাজাইয়া "রথের ঠাকুর" অভিনয় করা চলিবে।

ছোট-বড় সব মেয়েরাই এই নাটক অভিনয় করিয়া আনন্দলাভ করিবে—আশা করি।

ছোটদের জন্য 'নাট্যাংশ' এবং বড়দের জন্য 'নাট্যাংশ' ও 'রূপকাংশ' উপভোগ্য। শুধু একটি ভূমিকা নয়—মেয়েরা এই নাটকের আগাগোড়াই কণ্ঠস্থ করিতে ভালবাসিবে। তাহার কারণ, ছন্দে সংলাপ। ইহা পরীক্ষিত। অনুমান নহে।

যে সব মেয়েরা পাণ্ডুলিপি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে—তাহাদের আগ্রহেই বইখানি ছাপিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। "পথের ফকির" ছেলেদের জন্য। আবৃত্তি ও গান সকলের।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

রথের ঠাকুর

(মেয়েদের নাটক)

রথের ঠাকুর

(১ম দৃশ্য)

গ্রাম্য-পথ

রীতি—ঠাকুরমা-দৃষ্টিশক্তিহীন-পক্ককেশ বৃদ্ধা।

নীতি—তরুণী—নাত্‌নী।

(হাইহিল জুতা পরিয়া নাত্‌নী নীতি নগ্নপদ ঠাকুরমা-রীতিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধা পথের অস্পৃশ্য ময়লা ডিঙাইয়া ভঙ্গীসহকারে চলিতেছিলেন।)

রীতি

ঘেন্নায় মরি—হায়—যাই কোন্ পথে গো

সোনাতন-ঠাকুরের আঁখ্‌ড়ার রথে গো ?

সারা পথে শক্‌ড়ী পীপ্‌ড়ায় টেনেছে—

কেবা জানে কার হাঁড়ি হ'তে ভাত এনেছে !

মাছ খেয়ে কাঁটা ফেলে গেছে কোন্ মেকুরী,

কার মেয়ে ছড়ায়েছে ভিজে চিড়ে ও মুড়ি ?

কোন্ পথে যাই আমি কোন্ পথে যাই গো ?
এখানে কে ফেলে গেছে উনুনের ছাই গো ?

নীতি

শোনো ঠান্‌দি তোমায় বলি, পথেই যদি চলো
ঠাকুরদাকে বলো—
কিনে দিতে ছাইছিল জুতো এক জোড়া !
নতুবা যে ঘোড়া
আছে আমাদের, তাই তুমি চড়ো—
মিছে কেন বক্‌বক্ করো ?

রীতি

আমি জুতো পরবো ? এত বড় মুখ তোর ?
কতবড় সাত্ত্বিক পণ্ডিত বাবা মোর—
মুখপুড়ী ক'স্ কি ?

নীতি

—তাতে আর দোষ কি ?
পথে যারা হাঁটে, তারা জুতো যদি না পরে—
কোন্ কাজে লাগে জুতো—জুতো দিয়ে কি করে ?

রীতি

জুতো প'রে ম্লেচ্ছ —

নীতি

তুমি কেন পায়ে হেঁটে, ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছ ?
পথে হাঁটো জুতো পরো—কেন খোঁচা খেয়ে মরো ?

রীতি

ওমা আমি যাই কোথা ? একি ঘোর কলি গো !
কার কাছে বলি গো—

(সোনাতনের প্রবেশ)

এসো, এসো, তুমি এসো সোনাতন-বাবাজী !
মেয়েটা যে কী পাজী—
মোরে বলে, জুতো পায়ে দিয়ে পথ চলিতে'
শুনি নাকি বি, এ, পাশ ওপাড়ার ললিতে —
শিখায়েছে জুতো পরা, ধেই ধেই নাচ-করা…
বলো দেখি হোল কি ?

সোনাতন

শুনি ওরা দু'টী সখী—শিক্ষিতা অতিশয় --
তুমি রীতি-ঠাকুরাণী -- আমি স্মৃতি-শূলপাণি
কে না-করে আমাদের ভয় ?
বেহায়া নাতিনী তব……

নীতি

(বাধা দিয়া) চুপ্‌করো, আমি কব,—

…কথা জানি, আমি বোবা নয়।
তোমার ছেলে নবীন হবে ললিতাদির বর
সেই কারণে চটে গেছে তুমি আমার 'পর।
আমার কি দোষ বলো ? ভজিয়ে দেব চলো
নবীন দেছে ফুলের মালা ললিতাদির গলে—
খেলার ঘরে সেই খেলাতে অঙ্গ তোমার জ্বলে
কিন্তু উপায় কি ?…

সোনাতন

…নবীনকে আজ প্রহার করেছি।
আর কখনো দেখি যদি তোদের সাথে মেশে
তাড়িয়ে দেব শেষে।
জানিস্ তোরা—লোকটা আমি কে ?
জানিস্ আমার বংশ-পরিচয় ?

নীতি

জানি—তুমি 'রথের ঠাকুর' স্মার্ত্ত-মহাশয় !

সোনাতন

যাঁর পদচিহ্ন বুকে, ধরেছিল হাসি-মুখে—
শ্রীনন্দ-নন্দন-বংশীধারী,
সেই ভৃগু মহামুনি, বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণগুণী
তাঁরই বংশে জন্ম মোর—পিতা-ত্রিপুরারী।

নীতি

প্রণাম তোমার চরণে, বংশ-কথা-স্মরণে

মানি তুমি সবার চেয়ে বড়।

সবাই রথের দড়ি টানে, তোমায় বড় বলি মানে

সেই কারণে রথেই না-হয় চড়ো—

কিন্তু······

সোনাতন

কিন্তু আবার কি?

নীতি

ভাঙ্‌বে এবার তোমার চালাকি!

সনাতন

বটে? বটে?

নীতি

সবাই যদি চটে, ওগো রথের ঠাকুর!

থাক্‌তে কি আর পারবে তুমি রথে?

তোমায় নেবে আস্‌তে হবে ললিতাদির মতে···

(ফুলের সাজি হাতে লইয়া ললিতার প্রবেশ)

ললিতা

নমস্কার বাবাজী!

ফুলভরা এ সাজি, রথে নিয়ে কার পায়ে ঢাল্‌বো?

কার ঘরে এ প্রদীপ জ্বালবো ?

রথে যে কে বস্‌বে, তা জানিনা……

নীতি

হই হবো অপরাধী, তবু বলি ললিতাদি !

"নবীনের পাশে তুমি নবীনা।"

ললিতা

আঃ নীতি ! চুপ কর—

নীতি

তুই তবে ভয়ে মর, আমি ওঁকে মানিনা।

সোনাতন

শিক্ষিতা মেয়ে তুমি, শোনো বলি ললিতে !

শিখিয়াছ জুতো পায়ে পথে-ঘাটে চলিতে,

সামাজিক রীতি-নীতি ভুলে গেলে চলে কি ?

তোমাদের বেয়াদপি দেখে লোকে বলে কি ?

ললিতা

ঢের হয়েছে ওসব কথা শোনা

এখন আসল কথা বলি।

নবীন আজি করছে আলোচনা—

"সকল বিবাদ সকল দলাদলি

ভুলে, সবাই মিল্‌বো তোমার রথে—
শুভ নূতন যাত্রা-পথে।
রথের উপর বস্‌বে যত কানা-খোঁড়ার দল
রথের দড়ি টান্‌বে যারা সুস্থ ও সবল।”

রীতি

এই কি তবে নবীন-দলের মত ?

ললিত

ন্যায়ের হাতে স্মৃতির বাঁচার পথ।
নইলে বিপদ ঘট্‌বে, সবাই যখন চট্‌বে।
বলুন—আপনি রাজী ?...

সোনাতন

সবাই মিলে আজি—
আমায় বুঝি করবি অপমান ?
দশের মাঝে মল্‌বি আমার কান ?
সাত-পুরুষের আসন আমার রথের উপর পাতা
দড়ি ধরে টান্‌বো আমি হেঁট কোরে মোর মাথা ?
রথের মালিক আমি ...

ললিতা

কিন্তু পথের মালিক যারা—
তারাই তোমায় বল্‌ছে ‘এসো নামি’

নীতি

নইলে সে রথ চলবে না, ধরবে না কেউ দড়ি—
ফোঁটা কেটে, তিলক এঁটে, থাক্‌বে তুমি পড়ি
তোমার সাধের অচল রথে।

রীতি

তোরাও তবে নবীন দলের মতে
গাইবি যত 'কানা-খোঁড়ার জয়' ?

ললিতা

সে কথা ঠিক নয়।
জয় চির চিরদিন শক্তিমানের থাকে—
রথে বসেও কানা-খোঁড়া প্রণাম করে তাঁকে।

রীতি

গুরু-সেনাতন চিরদিন বসে রথে
লঘু-নরনারী দাঁড়াইয়া সেই পথে —
বলে "গুরু তুমি ধন্য—আমরা অতি নগণ্য!"
—সমাজে ইহার রয়েছে সার্থকতা
মানি না তোদের নব-বিধানের কথা।

সোনাতন

আমার আশীর্ব্বাদে—
কত অপুত্রা পুত্র লভিছে নিত্য

কত দীনহীন লভিছে অমেয় বিত্ত।
আমার চরণ-স্পর্শে, সুশীতল বারি বর্ষে।
আমি যদি করি গোঁসা—
ধান না-ফলিয়া ফলিবে ধানের খোসা!
প্রচার করিব ধরিয়া যজ্ঞসূত্র—
'আমি সোনাতন 'রথের ঠাকুর'!
নবীন ত্যজ্যপুত্র।'

নীতি

নিবেদন করি শুনুন, ঠাকুর মহাশয়!
লঘু-গুরুভেদ কখনো মুছে যাবার নয়।
সত্যি গুরু থাক্‌বে দেশে গুণের অনুপাতে
অন্ধকারে হাতড়াবে কে, অন্ধগুরুর সাথে?
গুরুগিরি বংশগত শীল-মোহরের দাবী—
মানব জাতির মরণ-বাঁচন ক্যাসবাক্সের চাবী
ট্যাঁকে বেঁধেই বসে আছেন, আপনি পরমগুরু!
মানবে না কেউ সেই কথাটা আজকে তাহার সুরু

সোনাতন

(ক্রোধে ক্ষিপ্তভাবে) ওরে ম্লেচ্ছ মেয়ে!
আমার সাত-পুরুষের রথ—
আমিই তাতে বস্‌বো আসন পাতি,

আগলে তোরা থাকিস্ তোদের পথ
জুড়্বো আমার ব্রহ্মতেজের হাতী !
পাঁজড়া তোদের পিষ্বো হাতীর পায়ের তলে ফেলে
তবেই তোরা জান্বি—'আমি ত্রিপুরারীর ছেলে ।'

(উত্তেজিতভাবে প্রস্থান)

জুড়িদার গান গাহিলেন—

ওরে, কী ঘটনা ঘট্লো আজি
চট্লো ত্রিপুরারীর ছেলে !
তার ভৃগু মুণির বংশে জন্ম—
সে যে জহ্নু সম সাগর গেলে ।
কুণ্ডলিত-ফণিনীরে জাগ্রত করিলি কিরে
দংশিবে তোরে অচিরে—
ভীম কুলোপনা ফণা মেলে ।

(২য় দৃশ্য)

রথ-খোলার প্রান্তদেশ

(দূরে জনগণের কোলাহল শোনা যাইতেছিল।

নবীন চিন্তিত ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যস্তভাবে রীতির প্রবেশ।)

রীতি

ওহে নবীন! ব্যাপারখানা কি? কিসের কোলাহল?

নবীন

বাবার সাথে করছে বোঝাপড়া, বিদ্রোহীদের দল।

রীতি

তুমিই নাকি এ বিদ্রোহের মূল?

নবীন

সেই কথাটী বাবার বোঝার ভুল।

আমি শুধু 'দশের দাবী' মানি, এবার তাঁকে মানতে হবে জানি

নইলে……

(নীতির প্রবেশ)

নীতি

নইলে তিনি হবেন অপমানী!

'রথের ঠাকুর' সবাই তাঁকে বলে —

সেই দলিলে রথের উপর আর কি বলা চলে ?
"রথের উপর বসবে যত কানা-খোঁড়ার দল
রথের দড়ি টানবে যত সুস্থ ও সবল।"
ললিতাদির এই যে পরোয়ানা—
কঠিন জানি তাহার পক্ষে মানা
কিন্তু উপায় কি ?

নবীন

তাইতো আমি আন্দোলনের দূরে-দূরেই থাকি।

রীতি

তাইবা কেন থাকো ? আমার সঙ্গে চলো—
পথের দাবী সত্য যদি জানো,
—বাবাকে আজ বলো
"নবযুগের নুতন দাবী মানো।"

নবীন

আমার কথা শুনবে কেন বাবা ?
ছোটবেলায় ডাকতো আমায় 'হাবা' !
বড়ো হলে 'হাবা' হাবাই থাকে,
নবীন আমি এই কথাটী কে বোঝাবে তাঁকে ?

সোনাতন

চলো রীতি-ঠাকুরাণী—আমি স্মৃতি-শূলপাণি

ঘুরছে আমার রথের চাকা ব্রহ্মতেজের বলে
সবাই এখন আসছে দলে দলে।
পৈতে ধরে যেই বলেছি—'ওরে মূর্খগণ!
পরকালের মালিক তোদের ব্রহ্ম-সনাতন—
ত্রিতাপ-জ্বালার ওষুধ আমার এই চরণের ধূলো।
মিথ্যা মায়ার ঘর-সংসার মিথ্যা সে চাল-চুলো,
অমনি তারা ছুটলো আমার চরণধুলি নিতে—
জুতো পর সেই ললিতে এলেন বাধা দিতে।
ক্ষিপ্ত তারা ধরলো চুলের মুঠি
কেউবা চেপে ধরলো গলার টুঁটি—
বেদম প্রহার দিচ্ছে এতক্ষণ!
ত্রিপুরারীর বেটা আমি নামটি সোনাতন।

নীতি

হাত দিয়েছে ললিতাদির গায়ে?
—করছে তারা নারীর অপমান?

সোনাতন

যাওনা তুমি ফাজিল-মেয়ে জুতো পরা পায়ে—
ছিঁড়বে তারা তোমারো ও ঝুমকোপরা কান।

নবীন

দেউলিয়া তুমি 'রথের ঠাকুর' নিশ্চয় দেখো ভাবি—

আজ হলো তব শেষ-পরাজয়, মানিয়া পথের দাবী।

সোনাতন

চুপকর পাজি! পাদুকা-প্রহার খাবি ....

(রুধিরাপ্লুত বদনে হাসিতে হাসিতে ললিতার প্রবেশ)

ললিতা

(গাহিল) জানি, জানি, এইখানে নয় শেষ—
সইতে হবে হাসিমুখে নির্য্যাতন ও ক্লেশ!
রক্তমাখা চাকার তলে
আসবে তারা দলে দলে —
তোমার হয়ে আমায় যারা করছে অপমান,
গাইব আমি তাদেরই জয়গান।
রথের উপর পথের দাবী মান্‌বে তখন দেশ।

(রীতি ললিতাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল)

রীতি

মূর্খ —সোনাতন!
ভাব্‌ছ্‌ নাকি পায়ের তলায় মাটি কেন কাঁপে?
তোমার জাতি, তোমার পাতি, তোমার রথের ছাতি
ধ্বংস হবে নারীর অভিশাপে...

সোনাতন

নারী না থাকিয়া ঘোমটার তলে,

জুতো পায় দিয়ে রাস্তায় চলে—
আমার শাস্ত্রে তারে তো বলে না নারী !
তার অপমান, আমি সোনাতন দাঁড়ায়ে দেখিতে পারি।

রীতি

মহারথী তুমি—রথের ঠাকুর! বলি আমি, শোন তবে—
লাঞ্ছিতা নারী ললিতার আজ শুভ-অভিষেক হবে।
আমি নিজ হাতে নারীর আসন পাতিব রথের পরে
দেখিও দাঁড়ায়ে জনগণ তার কত সমাদর করে……

নীতি

শঙ্খ বাজাব আমি……

ললিতা

জানে অন্তর্যামী, রথের জগন্নাথ—
সর্ব্বহারার অশ্রু মুছাতে, আমার দুখানি হাত
—চিরদিন বাঁধা রবে।
আমি যদি বসি রথের উপরে, তারা মোর সাথী হবে।

নবীন

আমি তব গলে করিব মাল্য-দান………

ললিতা

উচ্চ কণ্ঠে আমিও গাহিব নবীনের জয়গান!

সেই মালাটির ফুলগুলি ছিঁড়ে
বিলাব তাদের যারা মোরে ঘিরে—
নাচিবে রথের পরে !
ধন্য নবীন দীনহীন যদি তব জয়গান করে ।

রীতি

আলপনা দিয়ে রথের উপরে রচিব আসনখানি
জনগণে ডাকি উচ্চকণ্ঠে বলিব আমার বাণী—
"রথের মালিক নারী—"
নয়নে যাহার করুণা-দৃষ্টি-বক্ষে—সুধার ঝারি ।

সোনাতন

একি রীতি-ঠাকুরাণী ! তুমি তো আমার পক্ষপাতিনী জানি

রীতি

রীতি নহে কভু আত্মঘাতিনী সত্য তাহার নীতি
মিথ্যারে ডাকি অঞ্চল-তলে বাঁচিতে পারে না রীতি !
রীতি ও নীতির অতি আদরের সাধনা ললিত-কলা—
নহে তাহাদের লক্ষ্য তোমার মাথার আর্কফলা
নারী-হৃদয়ের কোমলতা দিয়ে লালিত বিশ্ব-সৃষ্টি
ললিতার প্রতি অনুরাগ ভরে ভুলিবে স্বার্থ-দৃষ্টি ।

করিবে রথের পথ-নির্দ্দেশ রমণীর স্নেহ যত্ন—
কে না জানে চিরকল্যাণময়ী ললিতাই নারী-রত্ন ?

জুড়িদারগণ গাহিলেন—

করো শান্তি-বারি বরিষণ,
জগতের দুঃখ-দৈন্য দূরিতে
পারে দয়াময়ী নারীগণ।

স্বার্থের তরে শুধু বাহুবল
প্রচার করিছে পুরুষের দল—
মারামারি আর, কাটাকাটি তার
শুধুই স্বার্থ-প্রয়োজন।

(৩য় দৃশ্য)

(অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে রথে উপবিষ্টা ললিতা। পদপ্রান্তে অন্ধ খঞ্জ ও দীন দুঃখীগণ। রথের সম্মুখে রীতি, নীতি ও নবীন দাঁড়াইয়া।)

রীতি

ডেকে আনো সোনাতনে—

নবীন

লোকালয় ত্যজি যেতে চান তিনি বনে।

রীতি

তিনি না-আসিলে চলিবে না রথ
অতএব তাঁকে চাই—

নীতি

মনে হয় তার, প্রয়োজন কিছু নাই।

রীতি

সে কি কথা নীতি? অতীতের স্মৃতি
চিরদিন রেখো মনে—
তিনি যে সারথী, তাঁর অনুমতি
চাই আজি শুভক্ষণে।

নবীন

যাই আমি তাঁকে ডেকে আনি পায়ে ধরি—
নিশ্চয়ই তিনি ফিরিবেন মোর অপরাধ ক্ষমা করি।

(প্রস্থান)

রীতি

শোন্ নীতি! আমি পরিবর্ত্তন মানি—
রথের মালিক নারী যে সে কথা জানি।
রমণীর দান, মানবের প্রাণ, অন্নপূর্ণা নারী—
ললিতার মায়া, মমতার ছায়া, কামনা-শান্তি-বারি!
কিন্তু জগতে, দুর্গম পথে, পুরুষের সহায়তা
চিরদিন চাই, রমনীও তাই, তাহাদের অনুগতা।
পুরুষের প্রিয় পশুবল আর ক্ষুদ্র স্বার্থ-বুদ্ধি—
তোলে হাহাকার, কাঁদে সংসার, তুমি না করিলে শুদ্ধি।
রীতি আর নীতি প্রাণের অধিক ভালবাসে ললিতারে
তাই সে জগতে শান্তির হাওয়া ফিরায়ে আনিতে পারে।

(সোনাতনের প্রবেশ)

সোনাতন

কেন মোরে আর ডাকো রীতি ঠাকুরাণী?
আজ হতে আমি ললিতার দাবী মানি।

ললিতা ভাগ্যবতী—

আমা হতে আর হবে না তাহার কোন দিন কোন ক্ষতি।

রীতি

অনুরোধ রাখো মোর, সোনাতন বাবাজী !

হও তুমি এ রথের সারথী···

নীতি

ক্ষমা করো আমাদের অপরাধ যত কিছু

তোমারেই করি আজ আরতি······

ললিতা

(নাবিয়া আসিয়া সোনাতনকে প্রণাম করিয়া)

চরণে তোমার করিয়া নতি

একটী কথা বলিতে চাই—

রথের উপর বসিবার দাবী

তোমার ও আমার কাহারো নাই।

দুর্গত যারা আশ্রয়হীন অশ্রুধারায় ভাসে

তাদের জননী 'অন্নপূর্ণা' আমি—

করজোড়ে তাই নিবেদন করি, মোর অনুরোধ রাখো

তুমিও তাদের হও কল্যাণকামী।

সোনাতন

আমি দীন হীন ভিখারী আজ

কেন মোরে আর দিতেছ লাজ ?

রথের চুড়ায় পতাকা ওড়ে—

'নবীনের জয়' ঘোষণা ক'রে !
পুত্রের কাছে পরাজয় মানি
হবে না পিতার গৌরব-হানি !
নারীরে বসায়ে রথের পরে
নবীনের যদি মিটিল আশ,
বুঝিলাম আমি নিজেই নবীন
—করিল নিজের সর্ব্বনাশ !

রীতি

কেন বল দেখি, শুনি ? (ললিতা রথে বসিল)

সোনাতন

আমি কেন বলি—বলেছেন বহু মুনি।
সেবিকারে কেহ মাথায় তুলিলে
পিঠ্ ভাঙে তার নির্ম্মম কীলে—
বুকে লাগে লাথি— জুতো হাইহিলে
তাই মোর অভিমতে—
নবীন চলেছে আত্মহারায়ে
সর্ব্বনাশের পথে।

নবীন

জননী আমার ছিলেন সেবিকা নারী !
তাহার চরণ এ বুকে ধারণ করিতে কি নাহি পারি ?

জননীর জাতি নারী-মহীয়সী
অন্নপূর্ণা সাজি, রথে বসি—
দুর্গত জনে বুকে টেনে নিয়ে—করিবে আত্মদান,
এ রথ টানিতে বাহু হবে মোর নব বলে বলীয়ান।
—পায়ে ধরি, তুমি হও এ রথের সারথী !

সোনাতন

বুঝিলাম, ইহা কালের কুটিলা গতি !
তাই হোক তবে—বাড়াইলি তুই ললিতার মর্য্যাদা !
জানিলাম মনে পুত্র আমার নবীন পরম-গাধা
আর নাহি ভাবি করি সারথ্য, অবসাদ ভরা চিত্তে…

নীতি

সেই অবসাদ দূর করি আমি সারথী-বরণ-নৃত্যে !

(সোনাতন সারথীর আসনে বসিলে—নীতি নৃত্য সুরু করিল।)

রীতি, নীতি ও ললিতা গাহিল—

সকলে— জয় আমাদের রথের জয়
বহু মত বহু পথের জয় !

নীতি— সুমুখে চলিব পিছনে নয়—
বিপদে আপদে করি না ভয়।

সকলে— জয় আমাদের রথের জয়
বহু মত বহু পথের জয়।

নীতি— দেখিয়া তরুণ অরুণোদয়
গমনের তালে নাচে হৃদয়।

সকলে— জয় আমাদের রথের জয়
বহু মত বহু পথের জয়।

নীতি— নাহি সন্দেহ, নাহি সংশয়
মাথার উপরে করুণাময়!

সকলে— জয় আমাদের রথের জয়
বহু মত বহু পথের জয়।

আবৃত্তি

(সকলের)

দাও হৃদয়ের বল !

জীবন-যাত্রা সফল করিতে দাও হৃদয়ের বল,
উৎসাহ আর অনুরাগ দাও বুদ্ধি অচঞ্চল।
কর্ম্মে নিষ্ঠা, প্রাণে আনন্দ,
চিন্তায় অনুভূতি ও ছন্দ—
নিদ্রিত মোরে জাগ্রত করো, সাহসী শক্তিধর !
অন্তরে আর বাহিরে আমারে করো অতি সুন্দর।
লুব্ধ ক'রো না সুখ্যাতি তরে
নিন্দায় যেন ক্ষুব্ধ না করে,
সম্পদ আর বিপদের মাঝে রহিব শান্ত ধীর—
ভয় কা'রে কয় ? সাহসের জয়, উন্নত রয় শির।
নির্ম্মল হবে, অন্তর যবে—
বাহিরেতে কেহ বৈরী না রবে,
সকলের শুভ-কামনাই হবে জীবনের সম্বল।
পূজনীয় নর-নারায়ণ ! মোরে দাও হৃদয়ের বল

নবীনের রামধনু

পেটরোগা কোন নবীনের হলো
বক্ষে বেজায় বেদনা।

পুরাতন কোনো কবিরাজ এসে
কহিলেন—"বাছা, কেঁদনা···

কিছু পুরাতন তণ্ডুল খাও,
অতি পুরাতন ঘৃত যদি পাও,
ঠাকু'মাকে দিয়ে বক্ষে বুলাও
সেরে যাবে, আমি বলছি···"

"ছি ছি মহাশয় !"—কহিল নবীন
"এ যে আমাদের প্রগতির দিন
নৃত্যের তালে বাজাইয়া বীণ্
পুরাতন পায়ে দল্‌ছি !"

"তাই নাকি ?" হেসে কহে কবিরাজ···
"হে তরুণ অভিমানী !

আমরা তো সবে মুখে ভাত খাই
নাকে নিশ্বাস টানি।"

"তোমরা কি করো ? রীতি-পদ্ধতি—
বেঁচে থাকিবার পুরাতন অতি !
হবে নাকি তা'ও ত্যাগের কুমতি ?
ওহে সুন্দর-তনু !'
চন্দ্রসূর্য্য অতি পুরাতন—
নবীনের রামধনু ।

মহাসমর

সন্দেশে আর রসোগোল্লায়
বাধিল তুমুল দ্বন্দ্ব !
সহরের যত দোকানীরা সব
করিল দোকান বন্ধ।

পীচের রাস্তা হইল পিছিল,
আকাশে উড়িল শত শত চিল,
চোখে মুখে লাগি রসের ঝাপ্‌টা
পথিক হইল অন্ধ।

বাঁটা সন্দেশে টিকি বাঁধিলেন
রামদাস তাড়াতাড়ি—
রসো-গোল্লার রসে ভিজে গেল
রহিমের চাপ-দাড়ি !

ফায়ার ব্রিগেড্ আরমার্ড-কার
ছুটাছুটি করে এধার-ওধার
পুলিশের লাল-পাগড়ী উড়িছে
আহা কি নয়নানন্দ

* * *

বুলেটের মত বাঁটা-সন্দেশ
ছুটিয়াছে ভীম বেগে,
রসোগোল্লার রস ছিটাইয়া
নবীন উঠিল রেগে !
—শুধু মার্ মার্ শব্দ,
চারিদিকে দেখি—ট্রামবাস্ সব
নিশ্চল—নিস্পন্দ ।
রেডিও ঘোষণা করে ঘরে ঘরে
কে জিতিবে আজ এ মহাসমরে
কিছুই বুঝিতে পারিনা আমরা
রয়েছে গভীর সন্দ ।
অমৃতানন্দ দুইটি বাজার—
লিখিতেছে শুধু 'দোহাই রাজার !'
লাট-বৈঠক ভাঙে বুঝি হায়—
'দেশের কপাল মন্দ ।'

* * *

'ঢং ঢং ঢং' বারোটা বাজিল—
আর কত পারা যায় ?
শ্রান্ত ক্লান্ত রাম ও রহিম
ভাবিতে লাগিল—'হায় !...

মিছে আমাদের মারামারি করা
একই উপাদানে দুজনাই গড়া
একই পেটে শেষ-গতি আমাদের
একই রূপ-রস-গন্ধ।
প্রভু-রসনার তৃপ্তি-কারণে
দুইটি পৃথক ছন্দ।
ইতিহাস হাসে, শুনি, সন্দেশ—
রসোগোল্লার দ্বন্দ্ব।

শিক্ষার বাহাদুরী

ডাক্তার নাই দেশে, নিধিরাম বিনা আর—
কেউ তা'কে ডেকে পায়, কেউ বলে—"হায় হায়!
মরণের কালে মোরে দেখে যাও একবার।"
ক্ষুরে আর নরুনেই ফোঁড়া কেটে বাঁধে ঠিক্—
সুনিপুণ সার্জ্জেন, নিধিরাম-প্রামাণিক!

* * *

সেই দেশে হ'লো এক 'এম-বি'র আগমন।
ব'সে থাকে নাই 'কল'—পড়াশুনা নিষ্ফল—
ডাক্তারি-শেখা তার হলো তবে অকারণ?
"কলেজে তো পড়ে নাই ডাক্তার নিধিরাম—
তবু কেন সকলেব মুখে শুনি তার নাম?"

* * *

একদিন্ দেখা হলো 'এম-বি'র সাথে তার।
ফোঁড়া কেটে ফিরিতেছে, রোগীটাও বেঁচে গেছে
এক হাতে টাকা, আর এক হাতে ক্ষুর-ভাঁড়!
নিধিরাম সনে ক্রমে জ'মে গেল পরিচয়—
দুজনায় ব'সে—বহু ডাক্তারি কথা কয়।

* * *

মানুষের শরীরেতে আছে কত আর্টারী !
শুনে শুনে ওঠে ঘেমে, 'নার্ভাস্,সিস্টেমে'
'শক্' লেগে নিধিরাম—ছেড়ে দিল ডাক্তারি।
'না-জানার কেরামতি ছিল তার এতকাল—
কে জানিত সব-জানা-মাথা-ভরা জঞ্জাল ?

*　　*　　*

চটে গিয়ে নিধিরাম—বক্তৃতা ক'রে জোর—
'লেখাপড়া মহাপাপ—বিধাতার অভিশাপ' !
নব-অভিধানে তার 'শিক্ষিত' মানে 'চোর'।
বাঁচি গেল নিধিরাম, ফিরে আসিল না আর—
'এম-বি'র হাসিমুখ—বাহাদুরী শিক্ষার।

সুকুমার গড়গড়ি

"এসো ডাক্তার ! দাদার আমার
হয়েছে কঠিন জ্বর।
ওষুধ না-খেলে বাঁচিবে না নাকি
অসুখ ভয়ঙ্কর।"
"ভিজিট এনেছ ?" কহে ডাক্তার
"কোন্ ক্লাশে পড়ো—ওহে সুকুমার !
—'ভিজিট' মানে কি জানো ?"
"লক্ষ্মী ছেলেটি ! বাড়ি ফিরে গিয়ে
দু'টি টাকা চেয়ে আনো।"
"টাকা নেই জানি। ডালিম-বেদানা
সাবু বা মিছরী হয়নি তো আনা—
দাদা মোর উপবাসী।
সকলের ঘরে মা আছে, কেবল—
আমাদের ঘরে মাসী।"
"টাকা কোথা পাব ? চলো ডাক্তার—
শুনিয়াছি নাকি ওষুধ তোমার
খেলেই অসুখ সারে ?"

"যাও, যাও, খোকা! দাতব্য দিতে
ডাক্তার কত পারে?"

শিশু সুকুমার আঁখি ছল্ ছল্
ঘরে ফিরে শোনে শুধু "জল! জল!"
কাঁদিতেছে বড় ভাই।

কাঁদে সুকুমার—"সে কি মরে যাবে?
—টাকা যার ঘরে নাই?'

* * *

পঁচিশ বছর পরে।
হ্যাট্-কোট পরা ডাক্তার এক—
আজ ডাক্তারি করে।

দু'পকেটে তার ডালিম-বেদানা
শুধু গরীবের ঘরে দেবে হানা
চাহিবে না কাণাকড়ি।

সকলেই বলে—ভাল ডাক্তার
সুকুমার গড়গড়ি।

ধনী-মহাজন গেলে তার কাছে
অঞ্জলি ভরি টাকা দিয়ে বাঁচে
—যেন ধন্বন্তরী!

ধনী-নির্ধন সকলের প্রিয়—
স্বকুমার গড়গড়ি !

*　　*　　*

বাড়ী হলো তার, গাড়ী হলো তার,
দাদা তো ফিরিয়া আসিবে না আর ?
আঁখি ওঠে জলে ভরি,
সকলেই বলে—"বেঁচে থাকো তুমি—
স্বকুমার গড়গড়ি ।"
স্বকুমার ভাবে—আমি বেঁচে থাকি
স্বার্থের সংসারে ।
আমার সান্ত্বনা যে—
খুঁজে নাহি পাই—মোর দাদা নাই
'কোথায়ও পাবনা তারে'
—এই ব্যথা বুকে বাজে ।

নিবারণ চক্কোত্তি

যার বাড়ি যত অসুখ-বিসুখ

নিবারণ ঠিক আছে।

'পর বা আপন'—এ বিচারটুকু

নাহি কভু তার কাছে।

'যাও নিবারণ—ডাক্তার ডাকো,

রোগীর শিওরে তুমি জেগে থাকো,'

আহার-নিদ্রা হোক্ বা না হোক্

নিবারণ আছে ঠিক—

নিজের দিকে সে চাহে না কখনো

চাহে সকলের দিক্।

নিবারণ চক্কোত্তি—

শুধু সকলের উপকার করে

হাসিমুখ নিরাপত্তি।

*　　　*　　　*

জীর্ণ শীর্ণ দেহ!

তাহারে দেখেনি কেহ—

কভু 'হারিকেন' হাতে।

ভূতের মতন চলাফেরা করে—
একাকী গভীর রাতে।
"কে যায় ?" শুধালে—"আমি নিবারণ—
আপনার কিছু আছে প্রয়োজন ?
হাটে চলিয়াছি আমি।"
অপরাধী যেন অতি দীন ভাবে
দাঁড়ালো সেখানে থামি।
ঘাড়-ভাঙা-বোঝা মাথার উপরে
নিবারণ যবে ফিরে এল ঘরে—
বৌ খুঁজে দেখে বাজার-বেসাতি
কিছুই তাহার নয়,
শুধু নিবারণ সস্তায় কেনে—
লোকে এ কথাটী কয়।
নিবারণ চক্কোত্তি—
মাঝে মাঝে নাকি উপবাসী থাকে
মনে হয় তাও সত্যি !

*　　　*　　　*

আমের জামের কালে—
নিবারণ আগ্ ভালে।
পাড়ার ছেলে ও মেয়ে—

তলায় দাঁড়িয়ে ডাকে—"নিবারণ !
ফেলো এই দিকে চেয়ে।"
হঠাৎ একদা ডাল ভেঙে পড়ি—
ঘরে শুয়ে থাকে ছ'টি মাস ধরি,
সকলেই বলে—'মরিল না কেন—
শালা নিবারণ খোঁড়া ?'
বৌ কেঁদে বলে "আম-জাম খেতে
কেন চেয়েছিলি তোরা ?"
নিবারণ চক্কোত্তি—
মরে গেল। কেউ দিল না তাহারে—
একটু ওষুধ-পথ্যি !
স্বার্থের সংসারে—
কত নিবারণ চলিয়া গিয়াছে
বিলাইয়া আপনারে,
কে তাহারে মনে রাখে ?
অত্যাচারীকে সেলাম ঠুকিয়া
পূজা করে' হীনতাকে।

ছোটলোক

আনতমুখে,   বেদনা বুকে
ভিখারী উঠানে দাঁড়াল যেই—
ভরিয়া মুঠি,   আসিল ছুটি'
বধূ সে, কপালে ঘোমটা নেই !

*   *   *

"বৌ কী বেহায়া—ওমা ছি ছি ছি···
কী ছোটলোকের আনিয়াছি ঝি !"
—দূরে গবাক্ষে, গর্জ্জে শাশুড়ী তার···
দেখিল হঠাৎ ভিখারী-বক্ষে—
দেহলতা বালিকার !
সিঁথির সিঁদুরে অশ্রু তাহার
ঝরিল রক্তমণি—
"এ কী অনাচার !" ছুটিল শাশুড়ী—
করে সম্মার্জ্জনী।

*   *   *

থমকি দাঁড়াল।
"এ যে গো বেয়াই !
কাঁধে কেন ছেঁড়া ঝুলি ?"
হাসিয়া ভিখারী কহিল—"বেয়ান্ !
তুমিই দিয়াছ তুলি।"

প্রার্থনা

জগদীশ ! তব চরণ-কমলে প্রার্থনা করি আমি—
ভুলিনা কখনো এ জীবনে যেন 'তুমি জগতের স্বামী।'
ক'রো না আমারে জলদচুম্বী উন্নত গিরি-শির—
করে দাও মোরে তৃষিতের প্রাণ স্বচ্ছ উৎস-নীর।
যষ্টি হইয়া অন্ধ জনেরে আশ্রয় করি দান—
করো না রুক্ষ সেনানীর করে তরবারি খরশান।
গলিত জীর্ণ পর্ণ-কুটিরে তৃণ হ'য়ে রই যদি—
চাহি না শোভিতে নৃমণি-মুকুট উজলিয়া নিরবধি।
করে দাও মোরে রুগ্ন-শিয়রে স্বরগ-সঞ্জীবনী—
তোমারি চরণ-পরশ বিলায়ে আপনা ধন্য গণি।
ক্ষণিকের মোহে মানবের প্রাণ বিপথে ভাসাতে কভু
করো না আমারে মদিরার ধারা -ওগো ও জগৎপ্রভু।
এজগতে শুধু তোমার মহিমা প্রচার করিতে চাই—
তোমার চরণে এইটুকু ছাড়া প্রার্থনা কিছু নাই।

পথের ফকির

(ছেলেদের নাটক)

পথের ফকির

(প্রথম দৃশ্য)

(বসন্তের পড়ার ঘর। গৃহশিক্ষক শরৎবাবু একাকী চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান বসন্ত প্রবেশ করিল)

বসন্ত—(গান)

মোনহবাগান ! মোহনবাগান !
তোমার সমান বন্ধু নাই—
তুমি জিতে গেলে বুক ফুলে ওঠে,
হেরে গেলে—আমি কেঁদে ভাসাই…

শরৎবাবু—বসন্ত !
ব'সে আছি বহুক্ষণ এসে—
পড়াশুনা করিতে কি ইচ্ছা নাই তব ?

বসন্ত——বাজে কথা কেন কন্ সার্…
মাসে মাসে মাহিয়ানা পান্—
হাসিমুখে বাড়ি চ'লে যান্—কিনিয়া
লইয়া—তাজা গঙ্গার ইলিশ !
পড়াশুনা করি বা না-করি—
আপনার ক্ষতি কি তাহাতে ?

শরৎবাবু—তোমারে পড়াবো বলে—
মাহিয়ানা পাই। অঙ্কে তুমি অতিশয়
কাঁচা। ইতিহাস কিছুই জানো না।
সাহিত্যেও জ্ঞান অতি তৃতীয় শ্রেণীর।
'ফেল' তুমি করিবে নিশ্চয়। পিতা তব—
কৈফিয়ৎ করিলে তলব—আমি—
কি জবাব দেবো? তুমি যদি পড়াশুনা
করিতে না-চাও—কেন আমি মাসে মাসে
মাহিয়ানা নেবো?

বসন্ত——কেন যে এ গণ্ডগোল করেন প্রত্যহ
সার্...বুঝিতে পারি না। আপনি কি
অবগত নন্—দশ লক্ষ টাকা আছে—
আমার বাবার—বেঙ্গল-সেণ্ট্রাল-ব্যাঙ্কে?
যশোরের জমিদারী! আর পাকা বাড়ি—
পাঁচখানা আছে লেকরোডে। একমাত্র
পুত্র আমি এহেন পিতার। আমি কি
ডরাই সার্...পরীক্ষার ফেলে?

বরৎবাবু—বেশ, তবে কাল হতে আসিব না
আর...আজ আসি তবে...

বসন্ত——তবু সেই গণ্ডগোল! বাবা চ'টে যাবে—
বলি, আপনার ক্ষতিটা কি শুনি?

বুড়ো বাবা আর ক'টা দিন? তারপর
আমি তো এ সবেরি মালিক? আপনাকে
'ম্যানেজার' করিব আমার—বাড়ী দেব!
গাড়ী দেব! পায়ে পড়ি—চেপে যান্—
, সার্...বাবা বুঝি আসিতেছে .....
নরঃ—নরৌ—নরাঃ—নরম্—নরৌ—
নরান্......

(রমানাথবাবুর প্রবেশ)

রমানাথ—কোথা ছিলে শ্রীমান বসন্ত?
মাষ্টার তোমার, বহুক্ষণ এসে বসে আছে...

বসন্ত——(উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া) বাবা! বাবা!
হেরে গেছে মোহনবাগান—মর্ম্মাহত আমি।
পড়াশুনা আজ বন্ধ থাক্। মাষ্টার মশাই!
দয়া ক'রে ফিরে যান্ সার্...আমি—
শুতে যাই......

(যাইতেছিল)

রমানাথ—শুনে যা' বসন্ত!...

বসন্ত——(ফিরিয়া) বাবা! বুঝিবেনা—
কি বেদনা বুকে। উঠেছিল 'সেমিফাইনালে'!
প্রথমার্দ্ধে খেলেছিল ভালো। কিন্তু—

অকস্মাৎ ঝরিতে লাগিল বারিধারা—ভিজিল
খেলার মাঠ—'স্লিপারী গ্রাউণ্ড্' !
'টেচারী' করিল হায় ! রেফারী-বিধাতা !
হেরে গেল মোহনবাগান···দুই গোলে...

রমানাথ—কিন্তু বাপধন ! কে তোমার মোহনবাগান ?
কেন তুমি তার তরে এত শোকাতুর ?

বসন্ত——কে আমার মোহনবাগান ? কেমনে
বোঝাবো বলো ? মাষ্টার মশাই ! দয়া করে
বাবারে আমার বুঝাইয়া দিন সে-কথাটী ।
'কে আমার মোহনবাগান ! উঃ !
আমি জানি—আমরাই মোহন-বাগান !
আসি তবে······

শরৎবাবু—রমানাথবাবু ! কেন মিছে অর্থ ব্যয়
করিবেন আর ছেলেটির পাছে ? লেখাপড়া তার-
হতেই পারে না কিছু ··

রমানাথবাবু—বলিতে কি পার হে মাষ্টার--
কেন ওই একমাত্র ছেলেটি আমার—এইভাবে
ব'কে গেল ?

শরৎবাবু—সঙ্গদোষে···

রমানাথবাবু—কোথায় কুসঙ্গ পায় ?

শরৎবাবু—প্রাতে যার চায়ের মজলীশ—
রেস্তোরাঁতে—বিকালে খেলার মাঠ,
অথবা সিনেমা—নিত্য যারে করে আকর্ষণ
—জানে যে বাবার ব্যাঙ্কে আছে বহু টাকা!
বৃদ্ধ বাবা বাঁচিবে না আর বেশী দিন—
তার লেখাপড়া হওয়া খুব সুকঠিন।

রমানাথবাবু—হুঁ! আচ্ছা—দেখা যাক্—
তুমি কিন্তু রোজ এসো। মোর অনুরোধ…

শরৎবাবু—কেন আর আমাকে এভাবে…

রমানাথবাবু—টাকা দেব? এই তো বলিতে চাও?
কিন্তু বুড়ো আমি—বাঁচিব না আর বেশীদিন।
অমানুষ হয় যদি ছেলেটি আমার, কি করিব
টাকা আর জমিদারী রেখে? দুই হাতে বিলাইব
দেশের কল্যাণে—সৎকাজে। ছেলে মোর
কিছুই পাবে না, একথা নিশ্চয় জেনো…

শরৎবাবু—বাবা কি তা পারে?

রমানাথবাবু—আমি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নই! চেষ্টা করো
আরো কিছুদিন। তারপর স্থির হবে কর্ত্তব্য
আমার……

শরৎবাবু—আচ্ছা…আজ আসি তবে…নমস্কার!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৈঠকখানায় নাটক রিহার্সেল চলিতেছিল—নাটক—রিজিয়া বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত বসন্ত পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিল।

বসন্ত——বক্তিয়ার – তাতার-সেনানী।

অতএব চাই আমি তাতারী-পোষাক!

জোগাড় করিয়া আনো, যত টাকা লাগে…

অমল——নিশ্চয়—নিশ্চয়…

সুহাস——রিজিয়া যে সাহাজাদী-সম্রাট-নন্দিনী—

একথাটা ভুলো না বসন্ত! ইতিহাসে আছে—

আল্‌টামাস্ কিনেছেন—রিজিয়ার তরে—

একখণ্ড মুল্যবান গোলাপী-ওড়না—একলক্ষ

টাকা দিয়ে…

(গিরিধারী লালের প্রবেশ)

বসন্ত——আইয়ে, আইয়ে, ভাই গিরিধারী লাল!

টাকা কি এনেছ?

গিরিধারী—নিশ্চোয় এনেছি। দোশবিশ—পোঁচিশ হাজার—

ওন্ধকারে দিতে পারি, তোমাকে বোসন্ত! তোবে –

লেকরোডে সেই বাড়ীখানা হামি কিন্তু চাই…

বসন্ত——বাবার অবস্থা ভাল নয়। খুব বেশী—
বাঁচিলেও, আর একমাস···

গিরিধারী—একমাস পোরে তুমি হোবে কোটিপতি!
তোমার কি হোতে পারে টাকার ওভাব? বন্ধু!
এই নাও—দোশহাজার আজ দিয়ে যাই—
(টাকা দিল) আরো দেবো, দরকার হোলে···
পোরে। রাম—রাম···

(প্রস্থান)

বসন্ত——রাম—রাম। বন্ধুগণ! তবে আর
ভাবনা কিসের? ভাড়া করো শ্রীরঙ্গম্ বোর্ড—
রাণীবালা সাজিবে রিজিয়া, তারে দিয়ে এসো
আগে, একটি হাজার···

(চাকর মধুর প্রবেশ)

মধু———দাদাবাবু! একবার চলোনা উপরে—
কর্ত্তাবাবু ডাকিছেন তোমা···

বসন্ত— —যা, যা—পালাঃ!
বল্ গিয়ে—অবকাশ নাই।
মাত্র আর তিনদিন বাকি—
আজও যদি মহলা না-চলে—
ষ্টেজে গিয়ে দাঁড়াবো কি করে?

(মধুর প্রস্থান)

এসহে সুহাস ! রিজিয়ার 'প্রক্সি' দাও তুমি—
আমি বক্তিয়ার ..

(ব্যস্তভাবে শরৎবাবুর প্রবেশ)

শরৎবাবু—বসন্ত ! এটর্নি এসেছে—

বসন্ত——বেরসিক আপনার মত,
দেখিনি কখনো আমি—ছিঃ !

শরৎবাবু—দানপত্র দস্তখৎ হ'লে—
কাল হ'তে হবে তুমি 'পথের ফকির !'

বসন্ত——বহু সহ্য করিয়াছি মাষ্টারমশাই—
আপনার হুম্‌কি ও ধম্‌কানি ! কিন্তু আর
পারিব না। 'আজি এই রক্ষীশূন্য গৃহে—
আমি যদি করি তব অঙ্গ-পরশণ !'
কি করিতে পার তুমি, বেকুব্ মাষ্টার ?

শরৎবাবু—বুঝিলাম অদৃষ্টে তোমার বহু দুঃখ—
আছে......

(প্রস্থান)

(সকলে হোহো করিয়া হাসিতে লাগিল)
পরে গান-রিহার্সেল আরম্ভ হইল—
"রতন দেখিয়ে অবাক হইয়ে ..ইত্যাদি। (রিজিয়া)

তৃতীয় দৃশ্য

রমানাথ-দাতব্য-চিকিৎসালয়

চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ—শরৎমাষ্টার ও একজন ডাক্তার আপীসে বসিয়াছিলেন।

ডাক্তার—বসন্তের কোনো খোঁজ মিলিল না তবে?

শরৎবাবু—না।

ডাক্তার—কোথা যেতে পারে?

শরৎবাবু—'বাবার মৃত্যুর পর কোটিপতি হবে'—
এই কথা বুঝায়ে সবারে, বহু টাকা কর্জ্জ
করিয়াছে—উড়ায়েছে দুই হাতে। চারিদিকে
বহু পাওনাদার! তাই পলায়ন-ছাড়া আর—
না-আছে উপায় কিছু! দৃঢ়চিত্ত রমানাথবাবু,
যা-কিছু তাঁহার—দান করেছেন এই দাতব্য-
চিকিৎসালয়ে। 'পথের ফকির' আজ বেচারা
বসন্ত!

(গিরিধারী লালের প্রবেশ)

গিরিধারী- কোর্জ্জ দিছি তাকে হামি পোঁচিশহাজার!
কোতা ছিলো লেকরোডে লাল-বাড়িখানা—
হামারেই লিখি দেবে…

শরৎবাবু—দুঃখিত হলাম—বাবু গিরিধারী লাল !
বাড়ি তো দূরের কথা, টাকাটাও আর
ফিরে-পাওয়া সম্ভব হবেনা আপনার ।

গিরিধারী—সোর্ব্বনাশ ! তা'হোলে তো হামি মোরে
যাবে ··

শরৎবাবু—অতিলোভী মরে এই ভাবে···

(মুখে গোঁফ দাড়ি—বিশ্রী চেহারা—রুগ্ন ও মলিন-বেশভূষায়
অপরিচিতভাবে বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত——আপনি—ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার—হ্যাঁ,···কেন ?

বসন্ত——আমি কি এখানে ঠাঁই পাব ?
নাই মোর অর্থ বা সামর্থ্য -- ভুগিতেছি
নানাবিধ কুৎসিৎ ব্যাধিতে !

ডাক্তার—এখনো তো হয় নাই শুভ-উদ্বোধন ?
স্বর্গগত রমানাথবাবু—মাত্র ছয়মাস ।
তাঁর পূণ্যনামে এই শুভ-প্রতিষ্ঠান
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করি' গড়িয়া তুলিতে—
এখনো বিলম্ব আছে...

বসন্ত——কিন্তু দয়াময় ! আমার বিলম্ব নাই আর !
মরণ আমারে ডাকিতেছে । আমিও দেখিতে চাই

শুভ-উদ্বোধন ! পূণ্যনাম আমার পিতার—
এদেশে অক্ষয় হোক…

শরৎবাবু—কে তুমি ? কে তুমি ?

বসন্ত——মাষ্টারমশাই ! আমি সেই ভাগ্যহীন
দুর্ব্বৃত্ত বসন্ত ! আসিয়াছি পূণর্জ্জন্ম-লাভের
আশায়—দাতব্য-চিকিৎসালয়ে—

শরৎবাবু—(আলিঙ্গন করিয়া) বসন্ত ! আমি
পুত্রহীন—তোমাকেই পুত্রজ্ঞানে পালন
করিব আজি হতে। চলো গৃহে মোর…

বসন্ত——কোথাও যাব না আমি—সার্…
কত ব্যথা দিয়াছি পিতারে। আপনি তো—
জানেন সকলি ? পিতৃ-পরিচয়হীন—
'পথের ফকির'—ভিজাইবে এই পূণ্য—
মন্দির-সোপান - নিত্য তার নয়নের জলে।

(করজোড়ে)

পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্ম—পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ

(প্রণাম করিল)

গান

(সকালের)

ডাক্‌ছে কারে কেউ কি জানে—
গানে গানে ভোরের পাখী ?
দেখ্‌ছে কারে—ঘোম্‌টা আড়ে
তরুণ উষার অরুণ-আঁখি ?

ধীরে ধীরে বয় সমীরণ
কাহার চরণ পরশ লাগি' ?
ঘাড় দোলায়ে, কয় মরালী
'ওঠ নলিনী—ওঠ্‌রে জাগি' !'

থল-কমলের পাপ্‌ড়ী ভিজে—
আজ শিশিরের অশ্রুমাখি' ।

এসো, এসো, আজ প্রিয়তম !
শিউলি-ঝরা মোর আঙিনায়—
যা-কিছু মোর সাজায়ে ডালি
ঢাল্‌বো তোমার ওই রাঙা-পায় ।

ভিজায়ে মোরে, নয়ন-লোরে
নোয়ায়ে মাথা তোমারে ডাকি ।

তোমার রথের চাকা অচল হবে—
—হওনা তুমি—মহারথী !
পথ যদি-না বুক পাতে, রথ—
কোথায় পাবে চলার গতি ?

ওঠো তুমি যতই পারো
সীমা আছে উচ্চতারও
জীবন নহে শুধুই জোয়ার—
নজর রেখো ভাটার প্রতি।

সূর্য্য ওঠে। অস্তে যেতে--
লয় কি তোমার অনুমতি ?

সাম্‌নে চলার অহঙ্কারে
ভুল ক'রো না পিছনটারে
আলোর চেয়েও, অন্ধকারে—
বাড়িয়ে নিও চোখের জ্যোতি।

চোখ যদি তোর সঙ্গে থাকে
পথ-চলা কি ভয় ?
পথিকরে তোর জয়, জয়, জয়।

তোর ঠিকানা তুই ছাড়া কেউ
জানে না নিশ্চয়—
পথিকরে তোর জয়, জয়, জয়।

তোর পথে তুই চল্‌বি সোজা
তোর ঘাড়ে তোর নিজের বোঝা
তোর সাথী তোর জীবন-পথে
তুই ছাড়া কেউ নয়—
পথিকরে তোর জয়, জয়, জয় !

রক্ত-জবার অঞ্জলি তোর—
'আত্মদানের মন্ত্রে' বিভোর !
তুই পূজারী তোর ঠাকুরে
পূজ্‌বি জগন্ময়—
পথিকরে তোর জয়, জয়, জয়।

ওরে সভ্যতা-অভিমানী!
তোদের এ 'যুগ-সভ্যতা' মানে—
প্রাণহীন শয়তানী।
লক্ষ লক্ষ নর-নারী মরে
একটি মুষ্টি অন্নের তরে,
চোখের সুমুখে রাস্তার পরে
শেয়াল-কুকুরে টানি'—
ছিঁড়ে খায়, তোরা লুকাবি কোথায়—
এই হীনতার গ্লানি?

শুনিনি কখনো—বনের পশুরা
ম'রে গেছে, অনাহারে!
তুমি লাজহীন—সভ্য মানুষ—
কেন 'পশু' বলো তারে?
পশুর অধম তোমরা কি নও?
বুকে ফাঁকি, মুখে নীতিকথা কও?
ওগো দাম্ভিক! মাথা-নত হও
আঁখি ভরি' জল আনি'
অন্তরে তাঁরে করো অনুভব—
শোনো তাঁর প্রেম-বাণী।

মাথায় জ্ঞানের অহঙ্কার ! আর—
বুকে ভালবাসার দাবী !
এক-মনে তোর প্রভুর কাছে—
যা' চা'বি, তুই তাইতো পাবি ?

একটা নিয়ে মাতিস্ যদি
দুর্গতি তোর হবে জানিস্
পরম সুখে কাট্‌বে জীবন
দু'টাই যদি চেয়ে আনিস্।

না-হয় মরিস্। রুটির খোঁজে—
নরক-পথে যাস্‌নে নাবি'।

জীবন নিয়ে এই যে খেলা,
ভাঙবে মরণ আস্‌বে যবে।
বাঁচার লোভে হীন-হওয়া কি
বুদ্ধিমানের কাজটি হবে ?
প্রাণটাকে তুই করিস্ বড়ো—
সবাইকে তোর আপন ভাবি'।

ওরে পরিণতি! ওরে ফল!
ফুলের মাঝে ঘুমিয়েছিলি তুই—
জাগিয়ে তোরে দিল কাহার
প্রেমের পরিমল?

কাহার আলোর করুণা যে—
প্রাণ ঢালে ও বুকের মাঝে?
আপন-হারা, শ্রাবণ-ধারা
জোগায় মূলে জল?
রসের মালিক হ'য়েই কেন
ভুল্‌বি তাঁরে বল্‌?
ওরে পাকা! ওরে সুরসিক!
খুব সাবধানে চল্‌—
বোঁটার বাঁধন ক'দিন থাকে?
কোন্‌ মোহে তুই ভুলিস্‌ তাঁকে?
অহঙ্কারে—রসের ভারে—
হ'স্‌ নারে চঞ্চল!
ফলের বুকেই জাগ্‌বে আবার—
ফুলের শতদল।